

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, মঙ্গলবার, ১৭ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ৩০ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-35 17 November 2026 ◆ Tuesday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



দিল্লি-গুয়াহাটি বুলেট ট্রেন করিডরের প্রস্তাব হিমন্তের

অসমের ১০ শহরকে যুক্ত করার পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি : দিল্লি থেকে গুয়াহাটি পৌঁছতে আর ৩০ ঘণ্টারও বেশি সময় নয়, লাগতে পারে মাত্র আট ঘণ্টারও কম। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা তুলে ধরে এমনই এক প্রস্তাবিত বুলেট ট্রেন করিডরের ভাবনা প্রকাশ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। দিল্লি-শিলিগুড়ি বুলেট ট্রেন করিডরকে গুয়াহাটি পর্যন্ত সম্প্রসারণের প্রস্তাব দিয়ে তিনি দাবি করেছেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে।

সামাজিক মাধ্যম এক্সে একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাবিত উত্তরাঞ্চলীয় বুলেট ট্রেন করিডরের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথে দেশের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ শহরকে



যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। তালিকায় রয়েছে দিল্লি, আগ্রা, কানপুর, লখনউ, অযোধ্যা, বারাণসী, প্রয়াগরাজ, পাটনা, শিলিগুড়ি এবং গুয়াহাটি।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এই করিডর চালু হলে দিল্লি থেকে গুয়াহাটি যাতায়াতের সময় ৩০ ঘণ্টারও বেশি থেকে কমে আট ঘণ্টার নিচে নেমে আসবে। বিমানযাত্রার তুলনায় ভাড়াও কম হতে পারে বলে দাবি করেছেন তিনি। দ্রুত যাতায়াতের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, পণ্য পরিবহণে সুবিধা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হওয়াকেও এই প্রকল্পের সম্ভাব্য সুফল হিসেবে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

হিমন্তবিশ্ব শর্মার মতে, এই ধরনের দ্রুতগতির রেল যোগাযোগ জাতীয় সংহতি মজবুত করার পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। বিশেষত গুয়াহাটিকে দেশের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে দ্রুত যুক্ত করা গেলে বিনিয়োগ, পর্যটন এবং শিল্পের প্রসারে নতুন সুযোগ তৈরি হবে। তবে এটি এখনও একটি প্রস্তাবিত পরিকল্পনা।

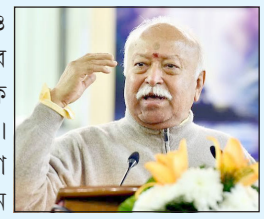
কাছাড়ে ১.০৫ কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার ২



শিলচর : কাছাড়ে মাদক পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করে ১.০৫ কোটি টাকা মূল্যের হেরোইন বাজেয়াপ্ত করল অসম রাইফেলস ও কাছাড় পুলিশ। যৌথ অভিযানে ১৫১ গ্রাম হেরোইন-সহ ত্রিপুরার দুই বাসিন্দাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সূত্রের খবর, কাছাড়ের মাসিমপুরের অরুণাচল জংশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে শিলচর থেকে আগরতলাগামী ট্রেনে যাত্রারত ওই দু'জনকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ১৩টি সাবানের বাক্সে লুকিয়ে রাখা ১৫১ গ্রাম হেরোইন এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। ধৃত দু'জনই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বাসিন্দা। পরে বাজেয়াপ্ত মাদক-সহ তাঁদের কাছাড় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সংঘাতের আবহে কাল মণিপুর সফরে আরএসএস প্রধান ভাগবত

ইম্ফল : মণিপুরের চলমান অস্থিরতা ও সংঘাত-পরবর্তী পরিস্থিতির মধ্যে তিন দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত। আগামী ১৮ নভেম্বর ইম্ফলে পৌঁছনোর কথা তাঁর। ২০ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে থাকবেন তিনি। আরএসএসের তরফে প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, সফরকালে মণিপুরে সংঘের সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন ভাগবত। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সংগঠনের উদ্যোগে পরিচালিত কর্মসূচিগুলির বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কেও খোঁজ নেবেন তিনি।



বিশেষ গুরুত্ব পাবে আরএসএসের শতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে মণিপুরে আয়োজিত কর্মসূচিগুলির পর্যালোচনা। পাশাপাশি সংগঠনের 'পঞ্চ পরিবর্তন' কর্মসূচির আওতায় আগামী দিনের সামাজিক ও সাংগঠনিক পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। সফরে আরএসএসের স্থানীয় পদাধিকারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন সংঘপ্রধান। মণিপুরে চলমান পরিস্থিতিতে ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড আরও বিস্তৃত করার বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহিত করতে পারেন তিনি।

৩০ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির মিজোরাম সফর ঘিরে প্রশাসনিক প্রস্তুতি তুঙ্গে

আইজল : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রস্তাবিত মিজোরাম সফর ঘিরে প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন। আগামী ২৮ থেকে ৩০ নভেম্বর তিন দিনের সফরে মিজোরামে আসছেন তিনি। ৩০ নভেম্বর আইজলের উপকণ্ঠে তানহরিল এলাকায় মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি।



সফরের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সোমবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব খিল্লি রাম মীনা। বৈঠকে রাজ্য প্রশাসন, পুলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা, যাতায়াত, প্রোটোকল, চিকিৎসা পরিষেবা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সফর নির্বিঘ্ন করতে বিভিন্ন দফতরকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক শরদ আগরওয়াল, মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার, আইজলের জেলাশাসক এবং পদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। ৩০ নভেম্বরই দিল্লি ফিরবেন রাষ্ট্রপতি।

আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিষেককে শোকজ হাইকোর্টের, ১৫ দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ

কলকাতা : আদালত ও বিচারপতিদের নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শোকজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বেঞ্চ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাঁকে শোকজের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ৮ ডিসেম্বর।



গত ৭ নভেম্বর এক্স হ্যান্ডলে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি পোস্ট করেছিলেন অভিষেক। কালীঘাটে তাঁর বাড়ির সামনে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আনাগোনা ও হামলার অভিযোগ তুলে তিনি কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টকে 'নীরব দর্শক' বলে কটাক্ষ করেন। তাঁর এই মন্তব্য আদালত অবমাননার শামিল বলে মনে করেছে হাইকোর্ট। বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের পর্যবেক্ষণ, একজন জনপ্রতিনিধি এবং নিজে একাধিক মামলার বিচারপ্রার্থী হিসেবে অভিষেকের আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল। বিচারব্যবস্থা ও বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা নিয়ে তাঁর মন্তব্য আপত্তিকর। কেন তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করা হবে না, তা জানতে চেয়ে শোকজ করা হয়েছে।

এদিকে, আদালতের পদক্ষেপের পর ফের বিচারব্যবস্থার একাংশের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি ও তৃণমূল নেতাদের ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে ভিন্ন মানদণ্ড অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে বিচারব্যবস্থার কাছে তিনি নতিস্বীকার করবেন না বলেও মন্তব্য করেন তৃণমূল সাংসদ।

এসআইআর বাতিল ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণের দাবি নগাঁওয়ে

নগাঁও : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বাতিল এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে সরব হলেন বিভিন্ন বামপন্থী দল ও সংগঠনের সদস্যরা। সোমবার অসমের নগাঁও জেলার শহিদ ভবনে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় 'ভোট চোর, গদ্দি ছোড়' স্লোগান তুলে এই দাবিতে সরব হন তাঁরা। সিপিআই, সিপিআই(এম), গণতন্ত্র সুরক্ষা মঞ্চ, অল অসম গ্রামীণ শ্রমিক সংঘ এবং অল অসম প্রগ্রেসিভ উইমেনস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই



সভার আয়োজন করা হয়। সভায় অসমে এসআইআর চালুর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। বক্তারা দাবি করেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে কোনওভাবেই সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার খর্ব করা চলবে না। একই সঙ্গে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) হালনাগাদের দাবিও তোলা হয়।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

মঙ্গলবার, ৩০ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৭ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

তরুণ জনসংখ্যা নয়, সুযোগের নিশ্চয়তাই ভারতের আসল শক্তি

জনসংখ্যার নিরিখে ভারতের তরুণ প্রজন্ম এক বিরাট সম্ভাবনা। কিন্তু মানসম্মত শিক্ষা, নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা, উপযুক্ত কর্মসংস্থান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকলে এই জনসংখ্যাগত সুবিধাই একদিন হতাশার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হলেই তরুণ জনসংখ্যার প্রসঙ্গ সামনে আসে। দেশের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশেরও বেশি মানুষের বয়স ৩৫ বছরের নিচে;এই পরিসংখ্যানকে প্রায়ই জাতীয় শক্তি ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু বিপুল সংখ্যক তরুণ নাগরিক থাকা আর তাঁদের দক্ষতা ও উদ্যমকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারা এক বিষয় নয়। জনসংখ্যাগত সুবিধা নিজে থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে না। তার জন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং এমন সামাজিক পরিবেশ, যেখানে তরুণরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ভারতের সামনে আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এই বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য দেশ কতটা প্রস্তুত? জাতীয় উন্নয়নের স্বপ্ন, ২০৪৭ সালের লক্ষ্য কিংবা উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির প্রতিশ্রুতি;সবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই স্বপ্নের বাস্তব ভিত্তি তৈরি হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নিয়োগব্যবস্থা এবং কর্মক্ষেত্রে। সেখানে যদি যোগ্যতার মূল্য না থাকে, পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ ওঠে, কিংবা চাকরির বাজারে দক্ষতার সঙ্গে সুযোগের সামঞ্জস্য না থাকে, তবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে হতাশা তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক।

২০২৬ সালের নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এবং তা ঘিরে দেশজুড়ে প্রতিবাদ এই সমস্যার গভীরতা সামনে এনেছে। চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী বছরের পর বছর প্রস্তুতি নেয়। তাঁদের পরিবারও কোচিং, পড়াশোনা ও পরীক্ষার পিছনে বিপুল অর্থ এবং সময় ব্যয় করে। এমন পরিস্থিতিতে একটি পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শুধু পরীক্ষার্থীদের ফলাফল নয়, মেধা ও ন্যায্যতার উপর মানুষের আস্থাও। পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে তাই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি কোনও অতিরিক্ত সুবিধা নয়, মৌলিক দায়িত্ব।

শিক্ষাব্যবস্থার এই সংকটকে কর্মসংস্থানের বাস্তবতা থেকে আলাদা করে দেখারও সুযোগ নেই। পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি সমীক্ষা বা পিএলএফএস ২০২৫ অনুযায়ী, ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের বেকারত্বের হার ছিল ৯.৯ শতাংশ; 'ইউজুয়াল স্ট্যাটাস' পদ্ধতিতে। এই পরিসংখ্যান কিছুটা স্বস্তির ইঙ্গিত দিতে পারে, কিন্তু তরুণদের কর্মজীবনের সব প্রশ্নের উত্তর দেয় না। কতজন স্থায়ী ও মানসম্মত কাজ পাচ্ছেন, কতজনের শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে কাজের মিল রয়েছে, কতজন ন্যায্য বেতন ও পেশাগত উন্নতির সুযোগ পাচ্ছেন;এসব প্রশ্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু চাকরির সংখ্যা বাড়লেই সমস্যার সমাধান হবে না। প্রয়োজন এমন কর্মসংস্থান, যা তরুণদের দক্ষতা, মর্যাদা ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে বহু তরুণ এমন কাজের মুখোমুখি হন, যেখানে তাঁদের প্রশিক্ষণ ও বাস্তব কাজের চাহিদার মধ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে। অন্যদিকে, শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের বহু নিয়োগকর্তা প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী খুঁজে পেতে সমস্যার কথা বলেন। এই ব্যবধান কমাতে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় জরুরি।

এর পাশাপাশি বদলাচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের প্রত্যাশাও। তরুণ কর্মীরা স্বচ্ছ মূল্যায়ন, ন্যায্য পারিশ্রমিক, প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নতি এবং কাজের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা চান। এই প্রত্যাশাকে সব সময় পরিশ্রমবিমুখতা বা কর্তৃত্ব অস্বীকার হিসেবে দেখা ঠিক নয়। একই সঙ্গে তরুণদেরও বুঝতে হবে, পেশাগত দক্ষতা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করতে সময় লাগে। অভিজ্ঞতা, শৃঙ্খলা এবং ধারাবাহিক পরিশ্রমের বিকল্প নেই। প্রয়োজন দুই প্রজন্মের মধ্যে সংঘাত নয়, পারস্পরিক বোঝাপড়া।

এই পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তরুণদের মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়, পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সরকারি দফতর কিংবা কর্মক্ষেত্র;কোথাও প্রশ্ন তোলাকে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা না হলে অসন্তোষ জমতে থাকে। সামাজিক মাধ্যম সেই অসন্তোষ প্রকাশের নতুন মঞ্চ তৈরি করেছে। তবে সেখানে ছড়িয়ে পড়া প্রতিটি অভিযোগ সত্য নয়, প্রতিটি প্রতিবাদও যুক্তিনির্ভর নয়। তরুণদেরও তথ্য যাচাই, যুক্তি উপস্থাপন এবং দায়িত্বশীল নাগরিক অংশগ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

চাকরির স্বপ্ন থেকে সাইবার অপরাধের ফাঁদ

অন্ধকার অর্থনীতির নিশানায় ভারতের উত্তর-পূর্ব

রামেশ্বর সরকার

সীমান্তের ওপারে সাইবার প্রতারণার কারখানা, এপারে ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও পাচার হওয়া তরুণদের নেটওয়ার্ক;ভারতের পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা এখন আর শুধু বন্দুক ও মাদকের লড়াই নয়।

মায়ানমারের সংঘাতের খবর সাধারণত আসে গৃহযুদ্ধ, সামরিক শাসন, সশস্ত্র বিদ্রোহ কিংবা সীমান্তে অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে। কিন্তু এই পরিচিত সংকটের আড়ালে এমন একটি অপরাধের সাম্রাজ্য গড়ে উঠছে, যার প্রভাব সরাসরি এসে পড়ছে ভারতের ঘরে ঘরে। বিদেশে ভালো চাকরির আশায় বেরিয়ে পড়া তরুণ নিখোঁজ হচ্ছেন, তাঁদের দিয়ে জোর করে অনলাইন প্রতারণা করানো হচ্ছে, আর সেই প্রতারণার অর্থ ঘুরপথে ঢুকে পড়ছে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায়। মায়ানমারের সাইবার প্রতারণা কেন্দ্রগুলি তাই আর কেবল বিদেশের কোনও অপরাধ সমস্যা নয়। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্যও তা ক্রমবর্ধমান বিপদ।

এই বিপদের সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হল, অপরাধের শিকার এবং অপরাধের হাতিয়ার;দুই ভূমিকাতেই ভারতীয় নাগরিকদের ব্যবহার করা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি, ডিজিটাল বিপণন কিংবা গ্রাহক পরিষেবায় আকর্ষণীয় বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে তরুণদের বিদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনেককে প্রথমে থাইল্যান্ডে পাঠানোর কথা বলা হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে মায়ানমারের মায়াওয়াড্ডি অঞ্চলের সাইবার প্রতারণা কেন্দ্রগুলিতে। সেখানে পাসপোর্ট কেড়ে নিয়ে বন্দি করে রাখা, মারধর এবং হুমকি দিয়ে অনলাইন প্রতারণায় বাধ্য করার অভিযোগ সামনে এসেছে।

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির চার্জশিটে এই ভয়াবহ চক্রের কার্যপদ্ধতি উঠে এসেছে। ভুয়ো চাকরির সাক্ষাৎকার, মিথ্যা নিয়োগপত্র এবং বিদেশে উচ্চ বেতনের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ভারতীয় যুবকদের পাচার করার অভিযোগ রয়েছে। প্রতারণা কেন্দ্রগুলিতে তাঁদের দিয়ে ভুয়ো ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং নকল সামাজিক মাধ্যমের পরিচয় তৈরি করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, একজন ভারতীয় তরুণ প্রথমে পাচারকারীর শিকার হচ্ছেন, পরে তাঁকেই অন্য ভারতীয় বা বিদেশি নাগরিককে প্রতারণার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই অপরাধের মানবিক নিষ্ঠুরতা এখানেই।

কিন্তু প্রশ্ন হল, মায়ানমারের সংঘাতকবলিত এলাকায় এই বিপুল অপরাধের পরিকাঠামো কীভাবে টিকে রয়েছে? এর উত্তর খুঁজতে গেলে ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতির দিকে তাকাতে হবে। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের ফলে বহু এলাকায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়েছে। সেই শূন্যস্থান দখল করেছে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী, স্থানীয় মিলিশিয়া এবং অপরাধী চক্র। থাইল্যান্ড-মায়ানমার সীমান্তের মায়াওয়াড্ডি অঞ্চলে গড়ে ওঠা প্রতারণা কেন্দ্রগুলি এই বাস্তবতারই প্রতিফলন। স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীর প্রভাব ও অবৈধ অর্থনীতির যোগসাজশে এগুলি কার্যত অপরাধের শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

এখানে ভারতের জন্য বিপদ শুধু সীমান্ত পেরিয়ে মানুষ পাচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অপরাধের অর্থনৈতিক শিকড়ও ভারতের অভ্যন্তরে বিস্তার লাভ করছে। তদন্তে ভারতীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সিম কার্ড এবং আর্থিক পরিচয়পত্র কেনাবেচার বিষয় উঠে এসেছে। প্রতারণার অর্থ একাধিক অ্যাকাউন্টে ঘুরিয়ে, হাওয়ালা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কিংবা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করে পাচার করা হচ্ছে। ফলে অপরাধের মূল চক্র বিদেশে থাকলেও তার আর্থিক সহযোগী ও পরিকাঠামো ভারতের মধ্যেই সক্রিয় থাকতে পারে।

২০২৬ সালের আগস্টে প্রকাশিত এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপের মূল্যায়নেও সাইবার প্রতারণা কেন্দ্র, সিম কার্ড পাচার, অর্থ পাচারের কাজে ব্যবহৃত ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং হাওয়ালা নেটওয়ার্কের মধ্যে যোগসূত্রের কথা উঠে এসেছে। এই তথ্য থেকে স্পষ্ট, সাইবার অপরাধকে এখন আর শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত প্রতারণা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থ পাচার, মানবপাচার এবং সশস্ত্র গোষ্ঠীর আর্থিক স্বার্থ।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এই পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। মায়ানমারের সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজোরামের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। এই সীমান্তের দুই পাশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহু পুরনো আত্মীয়তা, সামাজিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সীমান্তের দুই দিকে মানুষের যাতায়াত এই অঞ্চলের বাস্তবতার অংশ। কিন্তু মায়ানমারের অস্থিরতা এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা অপরাধী নেটওয়ার্ককে নতুন সুযোগ করে দিচ্ছে।

এই বাস্তবতায় সীমান্ত সুরক্ষার প্রচলিত ধারণাকেও নতুন করে ভাবতে হবে। শুধু অস্ত্র, মাদক কিংবা জঙ্গি অনুপ্রবেশ আটকানোই যথেষ্ট নয়। কোন পথে মানবপাচার হচ্ছে, কারা বিদেশে চাকরির নামে যুবকদের পাঠাচ্ছে, কীভাবে ভারতীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও সিম কার্ড অপরাধীদের হাতে পৌঁছচ্ছে;এসব প্রশ্নও সমান গুরুত্ব পাওয়া প্রয়োজন। তবে নিরাপত্তা বাড়ানোর নামে সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর বৈধ যাতায়াতকে নির্বিচারে সন্দেহের চোখে দেখা চলবে না। স্থানীয় মানুষের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও জীবিকার বাস্তবতা অক্ষুণ্ণ রেখেই নজরদারির ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে ভারতের অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিরাপত্তাও বড় প্রশ্ন। ভুয়ো বিনিয়োগ, প্রেমের সম্পর্কের নামে প্রতারণা, সরকারি আধিকারিক সেজে অর্থ আদায় এবং ডিজিটাল গ্রেফতারের মতো কৌশল ক্রমশ জটিল হচ্ছে। সাধারণ মানুষ অনেক সময় বুঝতেই পারেন না, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগকারী ব্যক্তি কোনও আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের অংশ। একদিকে প্রতারিত নাগরিকের সঞ্চয় উধাও হচ্ছে, অন্যদিকে সেই অর্থ দিয়ে বিদেশে অপরাধের পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হচ্ছে। অর্থাৎ, প্রতিটি প্রতারণার ঘটনা বৃহত্তর অপরাধ অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার রসদ জোগাতে পারে।

তাই তদন্তের পরিধি শুধু সরাসরি প্রতারক বা মানবপাচারকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বিদেশে কর্মী পাঠানোর নামে সক্রিয় নিয়োগকারী এজেন্ট, ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সরবরাহকারী, সিম কার্ডের অবৈধ ব্যবসায়ী, অর্থ পাচারের মধ্যস্থতাকারী এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর অপব্যবহারকারীদেরও তদন্তের আওতায় আনতে হবে। ২০২৬ সালের মে মাসে বিদেশের সাইবার প্রতারণা কেন্দ্রে ভারতীয় নাগরিকদের পাঠানোর অভিযোগে সিবিআইয়ের তদন্ত এই বৃহত্তর নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে।

পাশাপাশি থাইল্যান্ড ও মায়ানমারের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান বাড়ানো জরুরি। কারণ, একটি দেশে অভিযান চালিয়ে প্রতারণা কেন্দ্র বন্ধ করলেও অপরাধীরা অন্য এলাকায় গিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করতে পারে। অপরাধের আর্থিক প্রবাহ বন্ধ না করা গেলে এই কেন্দ্রগুলি বারবার ফিরে আসবে। একই সঙ্গে বিদেশে চাকরির ক্ষেত্রে নিয়োগকারী সংস্থার বৈধতা যাচাই, কর্মসংস্থানের চুক্তিপত্র পরীক্ষা এবং সন্দেহজনক প্রস্তাব সম্পর্কে তরুণদের সচেতন করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের স্থানীয় ভাষায় প্রচার চালানোও প্রয়োজন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, মায়ানমারের সংকটকে ভারতের নিরাপত্তা পরিকল্পনায় নতুন মাত্রায় দেখতে হবে। সেখানে সশস্ত্র গোষ্ঠী ও অপরাধী চক্রের মধ্যে যে আর্থিক যোগসূত্র তৈরি হচ্ছে, তা ভবিষ্যতে আঞ্চলিক নিরাপত্তার আরও বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে।

২১টি পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েতেই জয়ের দাবি মানিক সাহার, বিরোধীদের কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ল বিজেপি

আগরতলা : ত্রিপুরার আসন্ন পুর নির্বাচনে ২১টি নগর স্থানীয় সংস্থার সবকটিতেই জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি। বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে কার্যত কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কা নেই বলেও দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। সোমবার সোনামুড়ায় এক দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে বিজেপির উন্নয়নমূলক কাজ এবং মানুষের সমর্থনই এবার দলকে বড় জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আগামী ২৭ নভেম্বর রাজ্যের ২১টি নগর স্থানীয় সংস্থায় ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা। এর মধ্যে রয়েছে আগরতলা পুর নিগম, বিভিন্ন পুরসভা এবং নগর পঞ্চায়েত। নতুন করে গঠিত বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতও এবারের নির্বাচনী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আগামী ২ ডিসেম্বর ভোটের ফল ঘোষণা



করা হবে। ২০২১ সালের পুর নির্বাচনের ফল উল্লেখ করে মানিক সাহা বলেন, সেবার বিজেপি ২১টির মধ্যে ২০টি নগর স্থানীয় সংস্থা দখল করেছিল। এবার সেই সাফল্য ছাপিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে দলের। সাম্প্রতিক জনসংযোগ এবং বাড়ি বাড়ি প্রচারে মানুষের সাড়া বিজেপির প্রতি আস্থারই প্রতিফলন বলে দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, সাধারণত দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পর শাসক দলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানবিরোধী মনোভাব তৈরি হয়। কিন্তু বিজেপি সরকারের কাজ সেই ধারণা বদলে দিয়েছে। তাঁর কথায়, বিজেপির কাছে রাজনীতি মানে উন্নয়ন এবং নিরবচ্ছিন্ন কাজ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখানো পথ অনুসরণ করেই সরকার প্রতিদিন মানুষের জন্য কাজ করছে।

২১টি নগর সংস্থাতেই বিজেপিকে সমর্থন করার জন্য ভোটারদের কাছে আবেদন জানান সাহা। তাঁর দাবি, এই নির্বাচনের ফল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের প্রতি মানুষের সমর্থনের বার্তাও বহন করবে। অন্য রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপির প্রকৃত প্রতিযোগিতা অন্য দলের সঙ্গে নয়, বরং নিজেদের আগের কাজের সঙ্গে।

ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পর ইউরোপের বাজারে অসমের নজর

চা-পর্যটন ও বাণিজ্যে জোর মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি : ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পর ইউরোপের বাজারে অসমের পণ্য ও পরিষেবার সম্ভাবনা বাড়াতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। চা শিল্প, বাণিজ্য এবং পর্যটনকে সামনে রেখে ইউরোপের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সোমবার ভারতে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত জঁ-এরিক পাকে-র সঙ্গে বৈঠকের পর সমাজমাধ্যমে এই তথ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, বৈঠকটি ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ। ভারত-ইইউ সম্পর্কের নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে অসম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চায়।

হিমন্ত বলেন, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক বহুমাত্রিক। সাম্প্রতিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ফলে এই সম্পর্ক আগামী দিনে আরও বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অসম ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ বাড়াতে চায়।

এই পরিকল্পনায় 'ব্লু ভ্যালি ক্লাস্টার'-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে অসমের সম্পর্ক আরও গভীর করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

অসমের চা শিল্পের আন্তর্জাতিক পরিচিতি, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এবং পর্যটন ক্ষেত্রকে ইউরোপীয় বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রাষ্ট্রদূত পাকে-র অসম সফরে রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্টার্টআপ সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও মতবিনিময় হয়েছে। ইউরোপীয় বাজারে প্রবেশের সুযোগ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখাই এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পর অসমের সামনে নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার। তবে সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব অর্থনৈতিক সাফল্যে পরিণত করতে উৎপাদনের মান, রপ্তানি পরিকাঠামো এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

শ্রীভূমিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় স্কুটার, মৃত ২, গুরুতর জখম আরও ২

শ্রীভূমি : একই স্কুটারে চারজনের যাত্রা। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা। প্রাণ গেল দু'জনের, গুরুতর জখম আরও দু'জন। সোমবার দুপুরে অসমের শ্রীভূমি জেলার মেডলে চা-বাগানে এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর ২টো নাগাদ চা-বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। চারজন একটি নম্বরপ্লেটবিহীন টিভিএস এনটর্ক স্কুটারে মেডলে বাজার থেকে লালখিরার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে আচমকাই স্কুটারটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

মৃতদের পরিচয় কালিদাস মাডগি (৫০)। তাঁর বাড়ি মেডলে এলাকায়। অন্য মৃত ব্যক্তি হরি প্রসাদ তেলুগু (৩০), পিপারগুলের বাসিন্দা। স্কুটারের চালক সূরজ মাডগি এবং আরোহী দীপক মাডগি;দু'জনেই মেডলে এলাকার বাসিন্দা। দুর্ঘটনায় তাঁরা গুরুতর আহত হয়েছেন।

খবর পেয়ে কাথালতলি পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এসআই রাজ রাংমেই পুলিশের দল নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে শ্রীভূমি সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

দুর্ঘটনার পর থেকেই মেডলে চা-বাগান এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কী কারণে স্কুটারটির নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সিয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরোধিতায় ২৪ ঘণ্টার বন্ধ রুকসিনে, তিন দফা দাবিতে সরব ছাত্র সংগঠন

ইটানগর : প্রস্তাবিত আপার সিয়াং বহুমুখী প্রকল্পকে ঘিরে বিরোধ ক্রমশ জোরালো হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশে। প্রকল্পের বিরোধিতা এবং একাধিক দাবিতে ১৭ নভেম্বর পূর্ব সিয়াং জেলার রুকসিন সার্কেলে ২৪ ঘণ্টার বন্ধের ডাক দিয়েছে লেগং বাংগো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (এলবিএসইউ)।

ছাত্র সংগঠনটির তরফে জানানো হয়েছে, তাদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য তিনটি। আটক জেন-জি আন্দোলনকারীদের অবিলম্বে মুক্তি, সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) প্রত্যাহার এবং প্রস্তাবিত আপার সিয়াং বহুমুখী প্রকল্পের প্রাথমিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (পিএফআর) বাতিল করতে হবে।

বন্ধের আগে লেগং বাংগো এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশে একটি আবেদন প্রকাশ করেছে সংগঠনটি। সেখানে সাধারণ মানুষকে বন্ধে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। সংগঠনের বক্তব্য, নিজেদের দাবি ও ক্ষোভ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তুলে ধরতে হবে। আন্দোলনের নামে হিংসা, হুমকি,



সংঘর্ষ কিংবা সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতি থেকে বিরত থাকার জন্যও আবেদন জানানো হয়েছে। এলবিএসইউ সভাপতি কালেন তায়িংয়ের স্বাক্ষরিত ওই আবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর জোরালো হলেও আন্দোলনের পদ্ধতি যেন শান্তিপূর্ণ থাকে। এলাকার মানুষের ঐক্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপরেও গুরুত্ব দিয়েছে সংগঠনটি।

প্রস্তাবিত আপার সিয়াং প্রকল্পকে ঘিরে স্থানীয় স্তরে উদ্বেগ ও বিরোধিতার মধ্যেই এই বন্ধের ডাক নতুন করে পরিস্থিতির দিকে নজর টেনেছে।

বনভূমি দখল রুখতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ হিমন্তের

গুয়াহাটি : অসমের বনভূমিতে অবৈধ দখলদারি মোকাবিলায় এবার সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে কীভাবে বনভূমির দখলদারি সমস্যার মোকাবিলা করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বন ও পরিবেশ দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।



সোমবার লোকসেবা ভবনে বন ও পরিবেশ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বন সংরক্ষণ, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং বনজ সম্পদের রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার বিষয়ে একগুচ্ছ নির্দেশ দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের তরফে সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বনভূমি দখলদারি মোকাবিলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুসরণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অভিযানে বাজেয়াপ্ত বনজ সামগ্রী কীভাবে আইনসম্মতভাবে সংরক্ষণ, পরিচালনা ও নিষ্পত্তি করা হবে, তার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দফতরকে। বনজ সম্পদ থেকে প্রাপ্য রয়্যালটি বা রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থাতেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ জন্য পৃথক একটি নিগম গঠন করা যায় কি না, তা নিয়ে প্রস্তাব তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সরকারের যুক্তি, রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব আলাদা সংস্থার হাতে গেলে বন দফতর বনাঞ্চল সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং বন সুরক্ষার কাজে আরও বেশি মনোযোগ দিতে পারবে।

বনভূমির অবৈধ দখল, বাজেয়াপ্ত বনজ সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং রাজস্ব আদায়;এই তিনটি ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করার উদ্যোগ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে দেখা হচ্ছে।

‘পঙ্গু’ রাশিয়া, পুতিনের গর্বের কের্চ সেতু গুঁড়িয়ে দিল ইউক্রেন! বিচ্ছিন্ন ক্রিমিয়া



মস্কো : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ফের বড় ধাক্কা মস্কোর। ইউক্রেনের হামলায় গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কের্চ সেতু। এই সেতুটিই রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে অধিকৃত ক্রিমিয়াকে সরাসরি যুক্ত করেছে। কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ‘স্বপ্নের সেতু’ বলেই আখ্যা দেওয়া হয়। এবার তাতেই হামলা চালাল ইউক্রেনের সেনা।

রুশ সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সোমবার রাতভর কের্চ সেতু এবং সংলগ্ন এলাকায় হামলা চালায় ইউক্রেন। আছড়ে পড়ে একের পর এক ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র। জানা গিয়েছে, লাগাতার হামলার জেরে সেতুটির একটি অংশ ধসে জলে পড়ে গিয়েছে। এরপরই সেতুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। হামলার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন রুশ সরকারের কর্তারাও। তাঁরা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী একটি জরুরি বৈঠক আয়োজন করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত কের্চ সেতুর একাধিক ছবি এবং ভিডিও ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেগুলির সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।

রুশ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেতুটির সড়কপথের একটি খিলান ধসে কার্চ প্রণালীতে পড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেতুটির রেলপথও। এর আগেও কের্চ সেতুটিকে নিশানা করেছিল কিয়েভ। এর ফলে সেখানে যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তবে দ্বিতীয় হামলার পর সেতুটি ভয়ংকর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনায় মুখ খুলেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি বলেন, তআমাদের দেশের একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোতে হামলার জবাবে আমরা একটি নজিরবিহীন অভিযান চালিয়েছি।দ প্রশ্ন উঠছে, এই হামলার জেরে কি রাশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ক্রিমিয়া? না, তেমনটা নয়। জলপথে এখনও ক্রিমিয়া-রাশিয়া যোগাযোগ বজায় রয়েছে।

কার্চ প্রণালীর উপর ১৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুটি রাশিয়ার ক্রাসনোদার অঞ্চলকে ক্রিমিয়া উপদ্বীপের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। সেতুটিতে সড়ক ও রেলপথ উভয়ই রয়েছে। দক্ষিণ ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের জন্য রাশিয়ার কাছে এই পথটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া ক্রিমিয়ায় মোতায়েন রুশ সেনাদের কাছে জ্বালানি, খাবার, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও কের্চ সেতুর ভূমিকা অপরিসীম। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে মস্কোর ক্রিমিয়া দখলের পর সেতুটি নির্মাণ করা হয়। ২০১৮ সালে পুতিন নিজে সেতুটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তাই এই সেতু শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং ক্রিমিয়ার উপর রুশ নিয়ন্ত্রণেরও একটি প্রতীক।

‘উন্নত পৃথিবী গড়ায় শিখরা অগ্রগণ্য’

ম্যানিলায় শতাব্দীপ্রাচীন গুরুদ্বার পুনর্নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মোদির



ম্যানিলা : ফিলিপিন্সের রাজধানী শহর ম্যানিলায় রয়েছে সে দেশের প্রাচীনতম গুরুদ্বার। মঙ্গলবার সেই ‘গুরুদ্বার খালসা দিওয়ান’-এর পুনর্নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শেষে তিনি বলেন, শতাব্দীপ্রাচীন গুরুদ্বারের পুনর্নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নিজেকে ধন্য বোধ করছি।

সোমবারই তিনদিনের সফরে ফিলিপিন্সে পৌঁছেছেন মোদি। এদিন গুরুদ্বারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে উপস্থিত ছিলেন সেনেটর ফ্রান্সিস জোসেফ এসকুদেরো এবং ম্যানিলা শহরের মেয়র ফ্রান্সিসকো ইসকো মোরেনো-সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে বিদেশমন্ত্রক লিখেছে, খালসা দিওয়ান গুরুদ্বার এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ভারত-ফিলিপিন্স সাংস্কৃতিক ও জনগণের মধ্যের সম্পর্কের এক জীবন্ত প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকতার পরে মোদি বলেন, প্রাচীন গুরুদ্বারটি অপরিসীম আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ একটি কেন্দ্র। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, গুরু সাহিবের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে শিখ সম্প্রদায় বিশ্বজুড়ে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছে। পরোপকার ও উন্নততর পৃথিবী গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আরও বলেন, তফিলিপিন্সের প্রাচীনতম গুরুদ্বার হিসেবে ‘খালসা দিওয়ান গুরুদ্বার’ এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী। এটি ম্যানিলায় শিখ সম্প্রদায় এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও জনহিতকর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

গুরুদ্বারটি মূলত ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত হয়। বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ১৯২৪ সালে এটি ‘খালসা দিওয়ান’ হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

উত্তরাখণ্ডে সেতু থেকে নদীতে বাস, মৃত অন্তত ৮

ঋষিকেশ : উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশ-বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কে সেতু থেকে নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই বাস। মঙ্গলবার ভোরে গুলার এলাকার কাছে দুর্ঘটনায় অন্তত আটজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন বহু যাত্রী। বাসটিতে ৩০-৩৫ জন ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। হরিদ্বার থেকে কর্ণপ্রয়াগ যাওয়ার পথে বাসটি প্রায় ১০০ মিটার খাদে গড়িয়ে নদীতে পড়ে যায়। খবর পেয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। আহত অন্তত ২৬ জনকে ঋষিকেশ এইমসে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। বাসে কলকাতা-সহ বিভিন্ন রাজ্যের যাত্রীও ছিলেন। কেউ নদীতে তলিয়ে গিয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখছেন উদ্ধারকারীরা।

সপরিবারে সীমান্তে কিম, চিন সফরে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের জল্পনা



পিয়ংইয়ং : চিন সীমান্তবর্তী এলাকায় স্কি রিসর্ট পরিদর্শনে গিয়ে বেশ খোশমেজাজে দেখা গেল উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উনকে। মঙ্গলবার প্রকাশিত ছবিতে তাঁকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটাতে, ধূমপান করতে এবং হাসিমুখে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। এর মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্য ঘিরে জল্পনা ছড়িয়েছে, চলতি সপ্তাহে চিন সফরের সময় কিমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতে পারে কি না।

বৃহস্পতিবার চিন সফরে যাওয়ার কথা ট্রাম্পের। প্রথম মেয়াদে উত্তর কোরিয়ার নেতার সঙ্গে তিনবার বৈঠক করেছিলেন তিনি। এবারও কিমের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, কিম জং উনের সঙ্গে দেখা হলে তা ভালোই হবে। তবে কিম চিনে আসবেন কি না, তা চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

এই মন্তব্যের পর কিমের চিন সফর নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। চিন সীমান্তের কাছে তাঁর উপস্থিতি সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। অনেকে মনে করছেন, শেনঝেনে অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়া-প্যাসিফিক ইকনমিক কোঅপারেশন বা এপিইসি সম্মেলনের সময় ট্রাম্প ও কিমের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে কিম ওই সম্মেলনে যোগ দেবেন, এমন কোনও সরকারি ঘোষণা এখনও সামনে আসেনি।

ভৌগোলিক দূরত্বও এই সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। কিম যেখানে রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে, সেখান থেকে শেনঝেনের দূরত্ব আড়াই হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। ফলে শুধু চিন সীমান্তের কাছে তাঁর অবস্থানকে সম্ভাব্য বৈঠকের ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন না পর্যবেক্ষকদের একাংশ। তাঁদের মতে, এমন গুরুত্বপূর্ণ সফর ও বৈঠকের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও অনুপস্থিত।

উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদমাধ্যমেও ট্রাম্পের সঙ্গে সম্ভাব্য সাক্ষাৎ নিয়ে কোনও প্রস্তুতির খবর প্রকাশিত হয়নি। ফলে আপাতত এই বৈঠকের সম্ভাবনা জল্পনার স্তরেই রয়েছে। ট্রাম্পের মন্তব্য কূটনৈতিক আগ্রহের ইঙ্গিত দিলেও, কিমের চিন সফর কিংবা দুই নেতার সাক্ষাৎ; কোনও বিষয়েই নিশ্চিত তথ্য নেই।

উল্লেখ্য, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ২০১৮ সালে সিঙ্গাপুরে এবং ২০১৯ সালে ভিয়েতনামের হ্যানয়ে কিমের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল। পরে একই বছর দুই নেতা কোরীয় উপদ্বীপের অসামরিকীকৃত অঞ্চলেও সাক্ষাৎ করেন। তবে সেই আলোচনায় উত্তর কোরিয়ার পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে স্থায়ী সমঝোতা হয়নি।

গণধর্ষণ মামলায় দুই আসামির জামিনে আতঙ্কিত বিলকিস, ফের আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি



নয়াদিল্লি : বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামিকে সুপ্রিম কোর্টের জামিন দেওয়ার সিদ্ধান্তে আতঙ্কিত নির্যাতিতা বিলকিস বানো। মঙ্গলবার আইনজীবী শোভা গুপ্তার মাধ্যমে বিবৃতি জারি করে তিনি বলেন, ‘‘আমার খুব ভয় লাগছে।’’ একইসঙ্গে শীর্ষ আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ফের আইনি লড়াইয়ে নামার কথা জানিয়েছেন তিনি।

বিলকিসের অভিযোগ, তাঁর বক্তব্য শোনার সুযোগ না দিয়েই দুই আসামিকে জামিন দেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকেই তিনি আদালতের নির্দেশের কথা জানতে পেরেছেন। তাঁর কথায়, ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার সময় মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি পরিবার, সন্তান, ঘরবাড়ি এবং মানবতার প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন। গত ২৪ বছর ধরে ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক নির্দেশে তাঁর নিরাপত্তাবোধ আবারও ভেঙে পড়েছে।

বিলকিস জানিয়েছেন, সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তিনি এই লড়াই চালিয়ে যাবেন। তাঁদের যেন সারাজীবন আতঙ্ক ও যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে না হয়, সেটাই তাঁর লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার সময় গণধর্ষণের শিকার হন বিলকিস। এই ঘটনায় ১১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট গুজরাট সরকার তাঁদের মুক্তি দেয়। পরে সুপ্রিম কোর্ট সেই মুক্তির সিদ্ধান্ত খারিজ করে আসামিদের জেলে ফেরার নির্দেশ দেয়। এবার তাঁদের মধ্যে দু’জনকে জামিন দিল শীর্ষ আদালত।

নগদ সহায়তা কি সত্যিই নারীর ক্ষমতায়ন ঘটায়, নাকি বাড়ায় সাময়িক আর্থিক সুরক্ষা?

নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে নিঃশর্ত নগদ আর্থিক সহায়তা। দারিদ্র্য কমানো, পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা বাড়ানো এবং মহিলাদের হাতে সরাসরি অর্থ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে বিভিন্ন দেশে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার (বর্তমানে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার), মধ্যপ্রদেশের লাডলি বহনা যোজনা এবং ওড়িশার সুভদ্রা যোজনার মতো প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

এই প্রকল্পগুলির মূল লক্ষ্য মহিলাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং পরিবারের মধ্যে তাঁদের ভূমিকা শক্তিশালী করা। কিন্তু একটি মৌলিক প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে; মহিলাদের হাতে টাকা পৌঁছলেই কি তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটে? নাকি এই সহায়তা কেবল সাময়িক আর্থিক স্বস্তি দেয়, অথচ অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার মূল সমস্যাগুলি থেকেই যায়?

সরাসরি নগদ সহায়তা দারিদ্র্য ও আর্থিক বৈষম্য কমানোর একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। লাতিন আমেরিকায় এই ব্যবস্থার সূচনা হলেও পরবর্তী সময়ে ভারত-সহ বহু উন্নয়নশীল দেশ নিজেদের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে নগদ হস্তান্তরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ভারতে এই প্রবণতা দ্রুত বেড়েছে। ২০২০ সালে



যেখানে মাত্র একটি রাজ্যে এ ধরনের নিঃশর্ত নগদ সহায়তা চালু ছিল, ২০২৫ সালের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। দেশের মোট মহিলা জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই প্রকল্পগুলির আওতায় এসেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রায় ১২ কোটি মহিলার কাছে পৌঁছেছে এই আর্থিক সহায়তা। এর জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ১.৭ লক্ষ কোটি টাকা।

রাজনৈতিক মহলে এই প্রকল্পগুলির নির্বাচনী উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ভোটের আগে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু এর সামাজিক প্রভাবকে শুধুমাত্র নির্বাচনী লাভের হিসাব দিয়ে বিচার করা যায় না।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মহিলাদের হাতে সরাসরি অর্থ পৌঁছলে পরিবারের খরচের সিদ্ধান্তে তাঁদের অংশগ্রহণ বাড়ে। সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে মহিলারা তুলনামূলক বেশি গুরুত্ব দিতে পারেন। পরিবারের আর্থিক সিদ্ধান্তে তাঁদের দর-কষাকষির ক্ষমতাও কিছুটা বাড়ে।

অর্থনীতির গবেষণায় এমন ইঙ্গিতও রয়েছে যে, পুরুষের সমপরিমাণ আয়ের তুলনায় মহিলাদের হাতে থাকা অর্থ অনেক সময় পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণে বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ, মহিলাদের হাতে অর্থ পৌঁছনো শুধু ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা নয়, পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেরও একটি উপায় হতে পারে। ২০২৬ সালের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মহিলাদের নগদ সহায়তা তাঁদের সঞ্চয় ও ভোগব্যয় বাড়িয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, জীবনযাত্রার প্রয়োজন এবং ডিজিটাল লেনদেনেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। নতুন মায়েদের জন্য নগদ সহায়তা সংক্রান্ত অন্য একটি গবেষণায় পরিবারের পুষ্টি, খাদ্যাভ্যাসের বৈচিত্র্য এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নতির ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। খাবার বণ্টনে নারী-পুরুষের বৈষম্যও কিছুটা কমেছে।

তবে এই সাফল্যের অর্থ এই নয় যে, নগদ সহায়তাই নারীর পূর্ণ ক্ষমতায়নের পথ খুলে দিয়েছে।

আর্থিক সহায়তা বনাম প্রকৃত স্বাধীনতা

ক্ষমতায়নের অর্থ যদি হয় পরিবারের খরচে অংশগ্রহণ, কিছুটা আর্থিক নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর স্বাধীনতা, তাহলে নগদ সহায়তা অবশ্যই কার্যকর। কিন্তু ক্ষমতায়নের অর্থ যদি হয় নিজের উপার্জন, সম্পত্তির অধিকার, কর্মসংস্থান এবং উৎপাদনশীল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, তাহলে শুধু মাসিক আর্থিক অনুদান যথেষ্ট নয়।

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের 'ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ' বা সক্ষমতার ধারণা এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই ধারণা অনুযায়ী, উন্নয়নকে কেবল আয় বৃদ্ধির মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। একজন মানুষের নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বাস্তব সুযোগ কতটা বাড়ল, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নগদ সহায়তা মহিলাদের সক্ষমতা বাড়ানোর একটি মাধ্যম হতে পারে, কিন্তু নিজে থেকেই ক্ষমতায়নের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা নয়।

ভারতে মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার কিছুটা বেড়েছে। তবুও পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবধান যথেষ্ট বড়। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সি মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ছিল ৩৪.৬ শতাংশ। আগস্টের তুলনায় এই হার কমেছে, যার অন্যতম কারণ গ্রামীণ মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হ্রাস।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ২০২৬ সালের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্টেও ভারতের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগের ক্ষেত্রে বড় ঘাটতির ছবি উঠে এসেছে। এই বিভাগে ভারতের সমতা অর্জনের স্কোর মাত্র ৪১.২ শতাংশ। অর্থাৎ, পরিমাপ করা অর্থনৈতিক বৈষম্যের অর্ধেকেরও বেশি এখনও রয়ে গিয়েছে। ২০১৩ সালে ভারতের সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ৪৪.৬ শতাংশ। গত দুই দশকে অর্থনৈতিক সমতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি মাত্র ১.৫ শতাংশ পয়েন্ট।

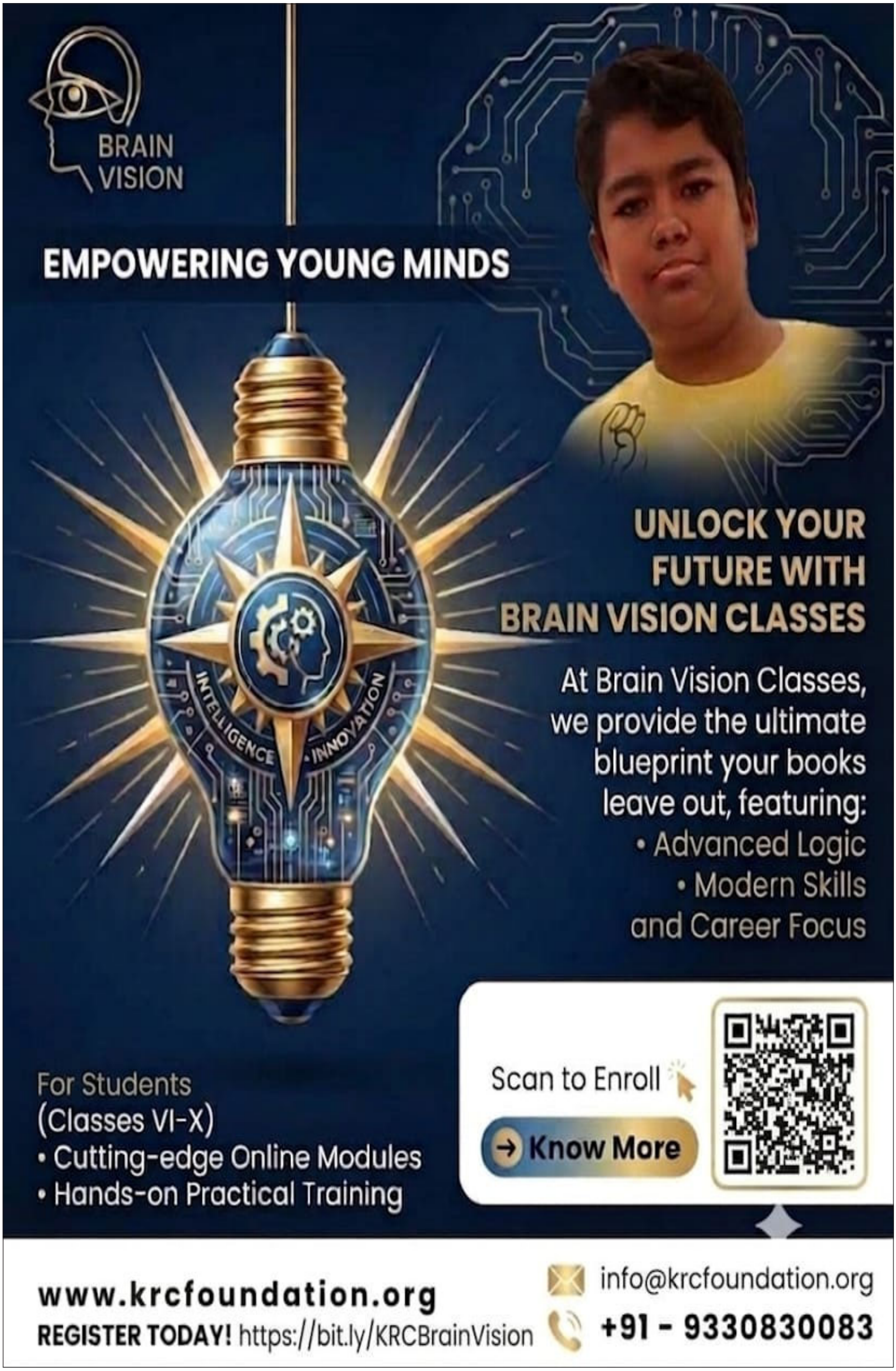
পুরুষ ও মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের ব্যবধানও উদ্বেগজনক। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের অংশগ্রহণের হার মহিলাদের তুলনায় ৪০.৮ শতাংশ পয়েন্ট বেশি।

এই পরিসংখ্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে। কোনও মহিলা প্রতি মাসে সরকারি আর্থিক সহায়তা পেলেও তিনি কর্মসংস্থানের বাইরে থাকতে পারেন। এর পিছনে রয়েছে একাধিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা। সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব, পারিবারিক বিধিনিষেধ, নিরাপদ যাতায়াতের অভাব, উপযুক্ত কাজের সুযোগ না থাকা এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য;সব মিলিয়ে বহু মহিলা নিয়মিত উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। নারীর দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে নগদ সহায়তার পাশাপাশি কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সম্পত্তির অধিকারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard